দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR. 07 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেতন বৈষম্য

বাংলাদেশে সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সবচেয়ে অবহেলিত। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। বেসরকারী কলেজ ও সমপর্যায়ের মাদ্রাসার শিক্ষকগণ আট বছর পর ৪৩০০ টাকা থেকে কেউ ৬১৫০ টাকা আবার কেউ ৭২০০ টাকা স্কেলে বেতন-ভাতা পান। অথচ সরকারী কলেজে সহযোগী অধ্যাপক ১০,৭০০ টাকা এবং অধ্যাপক ১১,৭০০ টাকা স্কেলে বেতন পান। কিন্তু বেসরকারী কলেজে সর্বোচ্চ পদবী সহকারী অধ্যাপক। সরকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ ৭২০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক বিএড শিক্ষকগণ ৩৪০০ টাকা স্কেলে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। অবশ্য স্নাতকোত্তর পাস শিক্ষকদের পাঁচ বছরের মধ্যে বিএড প্রশিক্ষণ নিতে হয়। আর বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের সমযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ৬১৫০ টাকা স্কেলে এবং স্নাতকোত্তর পাস সহকারী শিক্ষাকগণ ২৫৫০ টাকা স্কেলে বেতন পান। বিএড প্রশিক্ষণ না করা পর্যন্ত তাঁরা ২৫৫০ টাকা স্কেলে বেতন পান। বেসরকারী শিক্ষকগণ সারা জীবনে একটি মাত্র টাইম স্কেল অর্থাৎ ৩৪০০ টাকা থেকে ৪৩০০ টাকার স্কেল পেয়ে থাকেন। এদিকে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিগণ সরকারী নীতিমালা মোতাবেক বাড়ী ভাড়া, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, চিকিৎসা ভাতা ৩০০ টাকা, উৎসব ভাতা দু'টি, আট-বারো-পনেরো বছরে তিনটি টাইম স্কেল পান। আর বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারিগণ বাড়ী ভাড়া পান মাত্র ১০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা, বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি মাত্র একটি, উৎসব ভাতা নেই। বেসরকারী স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারিগণ এবং কলেজের কর্মচারিগণ সারা জীবনে মাত্র একটি টাইম স্কেল পান। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে সরকারী করা সম্ভব নয়। তবে একশো ভাগ বেতন প্রদানসহ অন্যান্য সমস্যা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা সম্ভব। এ অবস্থায়, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারিগণকে একশো ভাগ বেতন প্রদানসহ সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রারম্ভিক স্কেল, টাইম স্কেল, বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা সংক্রান্ত বৈষম্য পর্যায়ক্রমে দূর করার ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূপাল চন্দ্র প্রামাণিক,
সহশিক্ষক, চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়,
সিংড়া, নাটোর।